ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১

(সর্বশেষ সংশোধনীসহ)

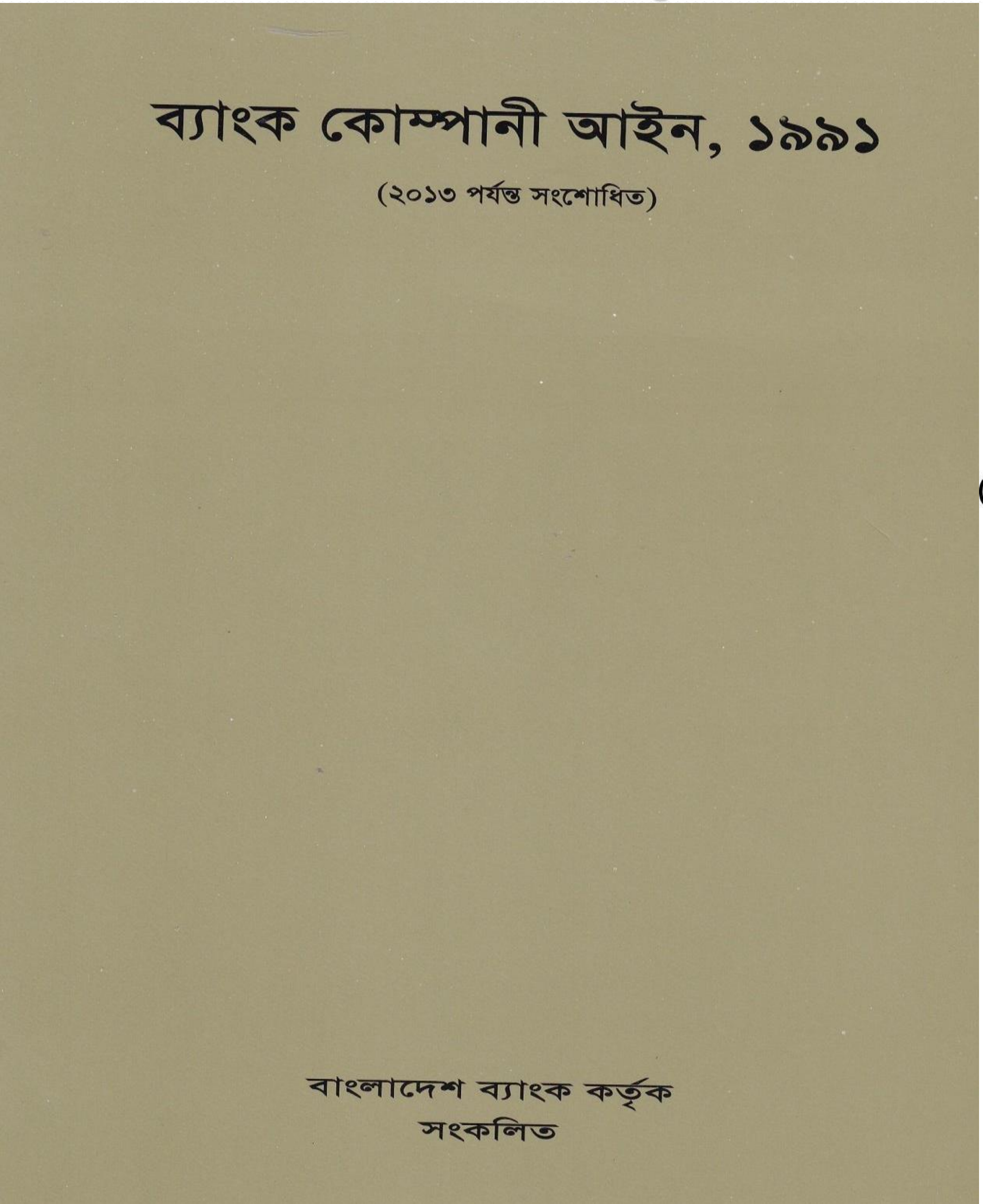
ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১

(২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত)

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক
সংকলিত

Bank Company Act,1991

Original Law:

Banking Company Regulation Act,1949

- Subsequent Release:

➢ Banking Company Ordinance, 1962

➢ Banking Law's amendment Act,1983

➢ Bank Company Act, 1991

Amendment :

1993, 1995,1997, 2001, 2003, 2013, 2018

Total Chapter: 8

Total Section: 123

Schedule-2(Schedule-1: Financial Statement Format, 2: List of Debtors)

সেকশন: ৫- কতিপয় সংজ্ঞা-

৫(গগ): খেলাপী ঋণ গ্রহীতা: "খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" অর্থ কোন দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রিম, ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা।– এই দফার উদ্দেশ্য পুরণকল্পে কোন ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক না হইলে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বা উহার শেয়ারের অংশ ২০% এর অধিক না হইলে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণের জামিনদাতা না হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠান তাঁহার বা উহার স্বার্থ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না।

- ৫(চ)- জামানতি ঋণঃ
- "**জামানতী ঋণ বা অগ্রিম**" অর্থ সেই ঋণ বা অগ্রিম যাহা সম্পদের জামানত গ্রহণ করিয়া প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ণীত উক্ত সম্পদের বাজার মূল্য কোন সময়েই ঋণের পরিমাণের চাইতে কম হয় না, এবং "অজামানতী ঋণ বা অগ্রিম" অর্থ সেই ঋণ বা অগ্রিম বা উহার ঐ অংশ যাহার বিপরীতে কোন জামানত গ্রহণ করা হয় না।
- ০৫(ত)- ব্যাংক ব্যবসাঃ
- "**ব্যাংক ব্যবসা**" অর্থ কর্জ/ঋণ প্রদান বা বিনিয়াগের উদ্দশ্য জনসাধারণর নিকট হই-ত টাকার এইরূপ আমানত গ্রহণ করা, যাহা চাহিবামাত্র বা অন্য কোনভাব পরি-শাধযাগ্য এবং চেক, ড্রাফট, আদশ বা অন্য কোনভাব প্রত্যাহারযাগ্য (Withdrawable) ।
- ৫(ণ)ঃ ব্যাংক কোম্পানী
- "**ব্যাংক কোম্পানী**" অর্থ ধারা ৩১ এর অধীন লাইসন্সপ্রাপ্ত বাংলাদশ ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনাকারী কোন কোম্পানী, এবং যে কোন বিশষায়িত ব্যাংকও ব্যাংক কোম্পানীর অন্তর্ভূক্ত হইব । (অধিকতর সূত্রঃ ধারা ৪৪এর ব্যাখ্যা ও ধারা ৫৭ উপ-ধারা ৩ এর ব্যাখ্যা)

সেকশন: ৭- ব্যাংকের কার্যাবলী

- ঋণ বা আমানত গ্রহণ বা সংগ্রহ;
- জামানত লইয়া বা জামানত ব্যতিরেকে অগ্রিম বা কর্জ প্রদান
- বিনিময় বিল, প্রমিসরি নোট, চেক, ড্রাফ্‌ট, বন্ড, আমানত সার্টিফিকেট ইত্যাদি সম্পাদন, লিখন, দাবী প্রস্তুতকরণ, বাট্টাকরণ, ক্রয়, বিক্রয়, সংগ্রহ বা লেনদেন;
- এলসি, ট্রাভেলার্স চেক, ব্যাংক কার্ড অনুমোদন ও ইস্যু;
- স্বর্ণ, রৌপ্য, ও অন্যান্য ধাতব মূদ্রা ক্রয়, বিক্রয় ও লেনদেন;
- বৈদেশিক মূদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়;
- শেয়ার, ডিভেঞ্চার, স্টক, বন্ড ক্রয়-বিক্রয়;
- ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্তকরণ;

সেকশন: ৭- ব্যাংকের কার্যাবলী-চলমান

- সর্বপ্রকার বন্ড ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার জন্য গ্রহণ;
- গচ্ছিত বস্তুর নিরাপত্তার জন্য ভল্টের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সম্পত্তি নির্দেশপত্রের বিপরীতে টাকা সংগ্রহ ও প্রেরণ;
- সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা;
- গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে মালামাল খালাস ও প্রেরণ বা আমমোক্তার হিসেবে কাজ করাসহ এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনা করা;
- ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ, স্বত্ব গ্রহণ ও উহার ব্যবস্থাপনা
- পুঁজিবাজারে লেনদেনের উদ্দেশ্যে সাবসিডিয়ারী কোম্পানি গ্ঠন;
- মানি মার্কেটের লেনদেনে অংশগ্রহণ (রিপো, সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বন্ড/বিল ক্রয় বিক্রয়)

ধারা-০৯ঃ কতিপয় ব্যবসায় নিষিদ্ধ

- ধারা ৭ এর অধীন অনুমোদিত ব্যবসা ব্যতীত, কোন ব্যাংক কোম্পানী, উহাক প্রদত্ত বা উহা **কর্তৃক রক্ষিত জামানত আদায়ের ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষভাব কোন পণ্য ক্রয়, বিক্রয় বা বিনিময় ব্যবসা করিবনা, অথবা আদায় বা কারবারর জন্য প্রাপ্ত বিনিময় বিল সংক্রান্ত কারণ ব্যতীত অন্যর জন্য কোন ব্যবসায় বা পণ্য ক্রয় , বিক্রয় বা বিনিময় লিপ্ত হইত পারি-বনা।**
- তব শর্ত থাক য, ইসলামী শরীয়াহ মোতাবক পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষভাব স্বীকৃত ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মালামাল বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়র ক্ষেত্র এই ধারার কোন কিছুই প্রযাজ্য হইব না।

দফা নং-১০: ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত নয় এমন সম্পত্তি হস্তান্তরঃ

- উক্ত আইনর ধারা ৭-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, **নিজস্ব ব্যবহারর জন্য প্রয়াজন নয়** এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি, উহা যভাবই অর্জিত হয় থাকুক না কেন, কোন ব্যাংক কোম্পানী, **উহা অর্জনর তারিখ হত সাত বছর**, এর অধিক সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বীয় অধিকার রাখব না।
- উপধারা (১) এ যাই থাকুক না কেন, বাংলাদশ ব্যাংক যদি এই মর্ম সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যাংক কোম্পানীর আমানতকারীগণর স্বার্থ উক্ত সম্পত্তি অধিকার রাখার সময়সীমা বর্ধিত করা প্রয়াজন, তা হল বাংলাদশ ব্যাংক উপ-ধারা-(১) এ উল্লিখিত সময় **অনধিক পাঁচ বছর** পর্যন্ত বর্ধিত করত পারব।
- এই ধারা উদ্দশ্য পূরণকল্প কোন সম্পত্তির উল্লখযাগ্য অংশ ব্যাংক কোম্পানীর প্রকৃত প্রয়াজন ব্যবহৃত হল উক্ত সম্পত্তি ব্যাংক কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবহারর জন্য প্র-য়াজনীয় বল গণ্য হব।

- **সেকশন-১১(২):**
- যদি কোন ব্যাংক কোম্পানীর চেয়ারম্যান, পরিচালক, বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও আইনের গুরুতর লংঘন করে থাকেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মনে করে আইনের উক্ত লংঘনের কারনে উক্ত ব্যক্তির ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা ব্যাংকের বা আমানতকারীদের স্বার্থ-পরিপন্থী হবে তবে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে।
-
- **সেকশন-১১(৪ক):**
- *যদি কোন ব্যাংক কোম্পানীর কোন কর্মকর্তা অর্থ-আত্নসাৎ বা দুর্নীতি, জাল-জালিয়াতি বা নৈতিক স্খলন-জনিত কারনে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন তাহলে তিনি পরবর্তীতে কোন ব্যাংক চাকরিতে নিয়োগের অযোগ্য হবেন।*

- ১২। দলিল ও নথিপত্র এবং কর্মক্রিয়া অপসারণর উপর বাধা-নিষধ-
- **দলিল ও নথিপত্র এবং কর্মপ্রক্রিয়া অপসারণের উপর বাধা–নিষেধ–** কোন ব্যাংক–কোম্পানী সদর দপ্তর বা কোন শাখা হইতে, আপাততঃ উহাতে কোন কার্য পরিচালিত হউক বা না হউক, উহার ব্যবসা সংক্রান্ত **কোন দলিল বা নথিপত্র কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াযোগ্য কার্যক্রম**, বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, **বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে অপসারণ করিবে না।**
- **ব্যাখ্যা-**
- (খ) "**নথিপত্র**" অর্থ তথ্যপ্রযুক্তি কলাকৌশলের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে রক্ষিত লেজার, ডে–বুক, ক্যাশ বহি, হিসাব বহি এবং ব্যাংক–কোম্পানীর ব্যবসায়ে ব্যবহৃত অন্য সকল বহি; এবং
- (গ) "**দলিল**" অর্থ তথ্যপ্রযুক্তি কলাকৌশলের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে রক্ষিত **ভাউচার, চেক, বিল, পে–অর্ডার, অগ্রিমের জামানত এবং ব্যাংক–কোম্পানীর বহিতে উল্লিখিত কোন বিষয়ের সমর্থনকারী বা উহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন দাবী সমর্থনকারী অন্য যে কোন দলিল।**

ধারা-১৩: ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক মূলধন সংরক্ষণঃ

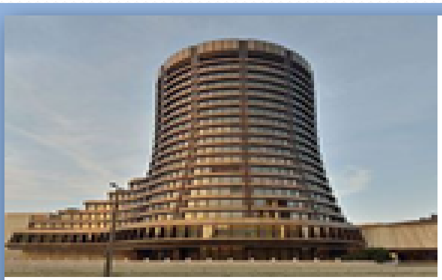

Some Indicator of Capital Requirement:

$$RWA_T = RWA_C + 10(CR_M + CR_O)$$

1. Regulatory MCR: 10% of total RWA
2. $CRAR = \frac{\text{Total Eligible Capital}}{\text{Total RWA}} X100 = 10\%$
3. Capital conservation buffer:

=2.5% of total RWA as CET1

4. Countercyclical buffer/Economic capital:

=0-2.5% of total RWA as CET1 (depending on macro-economic cir)

5. Leverage Ratio = $\frac{\text{Adjusted Tier-1 Capital}}{\text{Total Exposure}} \geq 3\%$

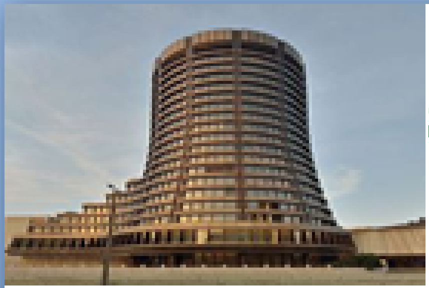

A new definition of capital:

Eligible Capital: Tier-1 Capital + Tier-2 Capital

A) Tier 1 Capital (going-concern capital)= 6%

a. Common Equity Tier 1 or CET1 capital: 4.5% of total RWA

Component:

a) Paid up capital,
b) Non-repayable share premium account,
c) Statutory reserve,
d) General reserve,
e) Retained earnings,
f) Dividend equalization reserve,
g) Minority interest in subsidiaries.

➢ Regulatory adjustment: Shortfall in Provision, Deferred Tax Asset etc.

A new definition of capital:

b) Additional Tier 1 or AT1(Hybrid) capital:

1.5% of total RWA or 33.33% of CET-1 whichever is higher.

Component:

- Instrument Issued by the Bank meeting the qualifying criteria for AT1 e.g: Perpetual Bond, Preferred Stock or Share..
- Minority interest meeting the qualifying criteria for AT1

➢ Regulatory adjustment:

• Tier 2 Capital: (Gone-concern capital):

4.00% of total RWA or 88.89% of CET-1 whichever is higher.

Component:

- General Provision

  (1% of UC loan: Ref-BRPD Circular no. 5/2016).
- Subordinated debt/bond

➢ Regulatory adjustment:

Basel-III implementation plan in BD: Ref-BRPD Cir 18/2014

1. Tier 1 Capital:		Total	2015	2016	2017	2018	2019
	Common Equity Capital or CET1 capital	4.5%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Capital Conservation Buffer (CCB)	2.5%	-	0.625%	1.25%	1.875%	2.50%
	CET1+CCB	7.00%	4.50%	5.125%	5.75%	6.375%	7.00%
	Additional Tier 1 or AT1 capital	1.5%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	CET1+AT1	6.00%	5.50%	5.50%	6.00%	6.00%	6.00%
	Tier1+CCB	8.50%	5.50%	6.125	7.25%	7.875%	8.50%
	Countercyclical Buffer or CB	0-2.5%	-				
Tier2 Capital		4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
Tier1+Tier2		10.00%					
MCR+CCB		12.50%	10.00	10.625	11.25	11.875	12.50
Deduction from Tier 2 capital							
Leverage Ratio		3%	3%	3%	Migration to Pillar 1		
Liquidity Coverage Ratio		≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%
Net Stable Funding Ratio		>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%

ধারা-১৪ক/১৪খ: ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ে বাধা-নিষেধ

- এক ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন ব্যাংক কোম্পানির **মোট শেয়ারের ১০ ভাগের বেশী কেন্দ্রীভূত** করা যাবেনা;
- **উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক(৫% এর অধিক)** হতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে
-

ধারা-১৫: নতুন পরিচালক নিয়োগ/অপসারণ

- (৪) পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বা পদ হতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
- (৬) পরিচালকদের যোগ্যতা:
- (৯) পরিচালকের মোট সংখ্যা: সর্বোচ্চ ২০ যার মধ্যে ৩ জন হতে হবে স্বতন্ত্র পরিচালক(২০ জনের কম হলে স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে ২জন)*
- **(১০)- একই পরিবারের সর্বাচ্চ পরিচালক সংখ্যাঃ** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, **এই আইন** কার্যকর হইবার ১ (এক) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর হইতে কোন **একক পরিবার হইতে** চার জনের **অধিক সদস্য** একইসময়ে কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবে না।
- ১৫ক। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পদ পূরণ: কোন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ একাধিক্রমে ৩ মাসের বেশী শুণ্য রাখা যাবেনা।

ধারা-১৫কক: পরিচালক পদের মেয়াদ:

- **একাধিক্রমে ৯ বছর**(তবে কম সময়ের জন্যও নিয়োগ দেয়া যাবে)
- ৯ বছর অতিক্রম হলে **৩ বছর বিরতি** দিয়ে পূনরায় নিয়োগ পেতে পারেন

ধারা-১৫খ: পর্ষদের ভূমিকা:

(১)- ক)ব্যাংক কোম্পানির নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,

খ) ঝুকিঁ ব্যবস্থাপনা,

গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও

ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষঅ ও উহার পরিপালনের জন্য পর্ষদ দায়বদ্ধ থাকবে;

(২) পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য নন এমন পরিচালকদের নিয়ে অডিট কমিটি গ্রঠন করতে হবে;

(৩) একটি ঝুকিঁ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে;

ধারা-১৫খ: অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ :

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা হইতে স্বাধীন থাকবে

ধারা-১৭ : পরিচালক পদে শূণ্যতা-

(১) কোন ব্যাংক কোম্পনির পরিচালক যদি-

ক) ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে (ঋণ খেলাপী)

খ) তদকর্তৃক প্রদত্ত কোন জামিনের জন্য তাহার নিকট প্রাপ্য টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে;

গ) অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে;

উক্ত ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যর্থতার বিষয়টি দুরিকরনের জন্য নোটিশের মাধ্যমে নির্দেশ দেন এবং নির্দেশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে তিনি উক্তরূপ নির্দেশনা পরিচালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত সময় অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে তার পদ শুণ্য হবে।

(২-৪): নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ এবং তার ১৫ দিনের মধ্যে বাংলোদেশ ব্যাংক তার সিদ্ধান্ত দেবে যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

- (৬) এই ধারার অধীনে কোন পরিচালকের পদ শুণ্য হলে শুণ্য পদের বিপরীতে যে ব্যক্তি পরিচালক ছিলেন তিনি তদকর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে উক্ত ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবেন না।

ধারা-১৮:

- **(১): পরিচালকদের প্রাপ্যতা:** কোন পরিচালক বোর্ডর সভায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফি ব্যতিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করবেন না; তবে পর্ষদ কর্তৃক আরোপিত বিশেষ কোন কার্য সম্পাদনের জন্য পর্ষদ নির্ধারিত আর্থিক সুবিধা পাবেন;

- **(৪)পরিচালকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এজেন্ডার আলোচনা:** কোন পরিচালকের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় পর্ষদে আলোচনাকালে সংশ্লিষ্ট পরিচালক সে অলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন এবং তাকে সভার কোরাম হিসাবায়নে গণ্য করা যাবেনা;

- **ধারা-২২ : লভ্যাংশ প্রদানে বিধি-নিষেধ:**

- লোকসান করলে
- মূলধল সংরক্ষণে ব্যর্থ হলে
- শেয়ারের দালালি বা কমিশন পরিশোধ বকেয়া থাকলে

ধারা-২৩: সাধারণ পরিচালক নিয়োগে বাধা-নিষেধ:

- কোন ব্যক্তি একই সাথে একাধিক ব্যাংক কোম্পানিতে বা অর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হতে পারবেন না(সরকার নিযুক্ত পরিচালক বিশেষায়িত ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবেন);
- অন্য কোন ব্যাংকের উপদেষ্টা, উক্ত ব্যাংকে বহিঃনিরীক্ষখ/আইন উপদেষ্টা বা অন্য কোন লাভজনক পদে কর্মরত ছিলেন বা অন্য কোন কোম্পানির ২০% এর বেশি শেয়ার এর মালিক এমন কোন ব্যাক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক হতে পারবেন না।

ধারা-২৬ : সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন:

কোন ব্যাংক কোম্পানির অধীনে স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্টফলিও ম্যানেজার হিসেবে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠণকরে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসি থেকে অনুমোদন নিয়ে কাজ করতে হবে।

ধারা-২৬ক : ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোম্পানির শেয়ার ধারণ-

- কোম্পানির কোর ক্যাপিটালের ৫%
- পরিশোধিত মূলধনের ১০%
- ব্যাংক কোম্পানি ও সাবসিডিয়ারিজ মিলে ব্যাংক কোম্পানির কোর ক্যাপিটালের অনধিক ২৫%

ধারা-২৬খ: ঋণসীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতা-

- সিঙ্গেল বরোয়ার এক্সপোজার লিমিট-
- বিআরপিডি সার্কুলার -02/2014, 04/2016 এর বিধান
- ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোর ক্যাপিটালের সর্বোচ্চ ২৫%
- সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কোর ক্যাপিটালের সর্বোচ্চ ১৫%

ধারা-২৬গ : ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে লেনদেন-

ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ঐ ব্যাংকের কোর ক্যাপিটালের ১০ ভাগের বেশী হবেনা।

ধারা-২৭ : ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম প্রদানে বিধি-নিষেধ-

- নিজস্ব শেয়ার জামানত রেখে তার বিপরীতে কোন ঋণ দিতে পারবেনা;
- কোন পরিচালককে জামানতবিহীন ঋণ দিতে পারবেনা

ধারা-২৭ক : দেনাদার কোম্পানির উপর বিধি-নিষেধ

- পরিচালক পদত্যাগ, নতুন নিয়োগ, পরিবর্তন বা পরিচালকদের শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অনুমতি নিতে হবে;

ধারা-২৭কক : খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের বিষয়ে-

- (৩) কোন ঋণ সুবিধা দিবেনা
- (৪) ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনে মামলা করবে

ধারা-২৮ক : অবলোপিত ঋণ আদায়ে মামলা দায়ের-

ধারা-২৯ : ঋণ নিয়ন্ত্রনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা

ধারা-৩০ : সুদহার সম্পর্কে আদালতের এখতিয়ার

- ধারা-৩১ : ব্যাংক কোম্পানির লাইসেন্স প্রদান ও বাতিলকরণ
- ধারা-৩২ : ব্যাংক কোম্পানির নতুন ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন
- ধারা-৩৩ : সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ: এমপিডি সার্কুলার নং 01/2018
- ধারা-৩৫ : ব্যাংক কোম্পানির অদাবীকৃত আমানত ও মূল্যবান সামগ্রী
- ধারা-৩৬: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবরণী (সম্পদ ও দায়ের) প্রেরণ
- ধারা-৩৮ : ব্যাংক কোম্পানির হিসাব ও ব্যালেন্সশীট প্রস্তুতকরণ: ডিসেমন্বর ভিত্তিক
- ধারা-৩৯ : হিসাব নিরীক্ষা: চার্টার্ড একাউন্ট্যানন্টেন্ট কর্তৃক
- ধারা- ৪০: হিসাব বিবরণী দাখিল: ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ব্যর্থতায় আরো ২ মাস
- ধারা- ৪১:রেজিষ্ট্রারের নিকট ব্যালেন্সশীট প্রেরণ: ৩ সেট
- ধারা-৪২: ব্যালেন্সশীট পত্রিকাতে প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শন: বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের ১ সপ্তাহের মধ্যে ২টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ও ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তা পরবর্তী ব্যালেন্সশীট প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে।

- ধারা- ৪৪: বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শণ-
- ধারা- ৪৫: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশদানের ক্ষমতা
- ধারা- ৪৬: ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক অপসানের ক্ষমতা
- ধারা- ৪৭: ব্যাংক কোম্পানির পর্ষদ বাতিলের ক্ষমতা
- ধারা- ৪৯: পর্যবেক্ষক নিয়োগ
- ধারা-১০৩: আমানতী অর্থ পরিশোধের জন্য মনোনয়ন দান
- ধারা-১০৪: আমানত সম্পর্কে অন্য কোন ব্যাক্তির দাবী অগ্রহণযোগ্য
- ধারা-১১৫: চেক দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য আমানত গ্রহণের উপর বিধি-নিষেধ: শুধুমাত্র ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ আমানত সংগ্রহ করতে পারবেনা।
- ধারা-১১৬: ব্যাংক কোম্পানির নাম পরিবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ
- ধারা-১১৭: ব্যাংক কোম্পানির মেমোরেন্ডাম পরিবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ
- ধারা-১১৯: আন্ত:ব্যাংকের গ্রাহকদের বিষয়ে গোপনীয়তার ভিত্তিতে তথ্য বিনিময়

Thank You!

For Patient Hearing